IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস সৃষ্টিতে ইগোইজমের ভূমিকা

হিমাদ্রী শেখর হাওলাদার, জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

ইগো শব্দটি বর্তমানে বহু প্রচলিত হলেও এর ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। দার্শনিক ইয়াং জু চতুর্থ খ্রিঃ পূর্বাব্দে এই শব্দটি ব্যবহার করেন 'Yangism' (ইয়াংজিম) নামে। যার অর্থ করেন 'Everything for myself'। দার্শনিক Henry Sidgwisk এই egoism শব্দটিকে সবার সঙ্গে পরিচয় করান তার 'The methods of Ethies' গ্রন্থের মাধ্যমে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে। এরপর এর ব্যবহারিক যাত্রা ক্রমশ বেড়েই চলছে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার সাহিত্যে ফিউচারিজম আন্দোলনের সময় সাহিত্যিক সিভেরাইয়ানিন ইগো- ফিউচারিজম নামে একটি মতবাদ উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীতে এটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। এছাড়া স্টানফোর্ড এনসাইকোপিডিয়া দর্শনে, উইকিপিডিয়া এই ইগো সম্পর্কে আলোচনা পাই। কিন্তু সবগুলোতেই সেই ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের সমতুল্য আলোচনা দেখতে পাই। যার উৎপত্তি স্থল আত্মমনের অন্তস্থল। সেখানেও মনের নানান চড়াই উৎরাই থেকেই এর উদ্ভব বলা হয়েছে।

ইগো হচ্ছে মানব মনের বৈশিষ্ট জাত একটি ব্যক্তিত্ব। তা কখন মনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থাতে থাকে আবার কখনো প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে। এটা যখন তখন উদয় হতে পারে। আবার এই অহং বা আমিত্বকে বাদ দিলে মানবের অস্তিত্ব টেকেনা। এটি সম্পূর্ণ ভাবে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। যার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও গিরিন্দ্রশেখর বসু তাদের স্বপ্ন বিষয়ক সমালোচনা গ্রন্থে। তারা সেখানে মানব মনের চরিত্র বোঝানোর জন্য Id, Ego, Super-Ego দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিষয়টাকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

Vol. XII
Number-5

ISSN 2277-2405
(Special Issue) April-June 2022

EDUCATION PLUS

A Multidisciplinary International Peer Reviewed/Refereed Journal

APH PUBLISHING CORPORATION

CamScanner

ISSN : 2277-2405

EDUCATION PLUS

A Multidisciplinary International Peer Reviewed/Refereed Journal

Vol. XII, Number 5 April-June 2022

(*Special Issue*)

Chief Editor

Dr. S. Sabu

Principal, St. Gregorios Teachers' Training College, Meenangadi P.O., Wayanad District, Kerala-673591. E-mail: drssbkm@gmail.com

Co-Editor

S. B. Nangia

A.P.H. Publishing Corporation

4435–36/7, Ansari Road, Darya Ganj,
New Delhi-110002

CamScanner

Social Environment of Tribals: Policies and Practices 82
Dr. Shashank Misra

इर्रेशनल फियर और फोबिया 91
डॉ. सुभाष कुमार सुमन

छात्र-छात्राओं के शिक्षण अधिगम पर शिक्षकों के शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग का प्रभाव : एक अध्ययन 96
कल्याणी भारती

भारत नेपाल सम्बन्ध (नेपाल में लोकतन्त्र के बहाली से लेकर अब तक) 101
डॉ. दिग्विजय नाथ पाण्डेय और अर्चना भट्ट

भारतीय समाज में नारी (संस्कृत साहित्य के सन्दर्भ में) 113
सुमनलता सैनी

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गोस्वामी तुलसीदास जी की वैज्ञानिक शिक्षा 116
भानुप्रताप बाजपेयी

হাসান আজিজুল হকের 'শকুন'- এক বীভৎস জন্মকথা 119
শর্মিষ্ঠা সেন

মতাদর্শের পরীক্ষা -নিরীক্ষাঃ কে বাঁচায়, কে বাঁচে 124
শর্মিষ্ঠা

Buying Behaviour of Consumers Towards Instant Food Products – A Study on Hyderabad City 130
Annapurna Polala

The Theme of Emergence of Racial Consciousness in Alice Walker's Meridian 135
Dr. A Y Ali

A Study of Vikram Seth's From Heaven Lake 141
Dr. Roopali Gupta

छात्र और शिक्षक प्रशिक्षुओं के तनाव और समायोजन शैलियों पर एक शोधः किशारे छात्रों के संदर्भ में 146
नेहा कुमारी

पर्यावरण संरक्षण और मूल्य शिक्षा 151
नेहा कुमारी

शिक्षक के लिए शिक्षण युक्तियों (Teaching Tactics of A Teacher) 156
अर्चना कुमारी

CamScanner

মতাদর্শের পরীক্ষা -নিরীক্ষাঃ কে বাঁচায়, কে বাঁচে

শর্মিষ্ঠা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়(১৯০৮-৫৬) বলে যিনি পরিচিত তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দুমকায় জন্ম। 'অতসীমামী' তাঁর প্রথম গল্প। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে পড়তে সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিতি। সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বেই তিনি তিনটে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লেখেন। এগুলি হল—'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' আর 'পদ্মানদীর মাঝি'। এছাড়াও বহু কবিতা, নাটক, গল্প ও উপন্যাসের স্রষ্টা তিনি। 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লিখেছিলেন।[১] আদর্শকে ভালোবাসে আদর্শবাদী মানুষ। কিন্তু ঐ আদর্শের জন্য সে কতটা আত্মবিলোপ করতে পারে?—এই প্রশ্নটি গল্পের মুখ্য পিভোট বিন্দু। হয়তো সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পুষ্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের মধ্য দিয়ে নিজেও এই সমস্যার সঙ্কটবিন্দুটিকে আক্রমণ করেছেন! একজন মানুষ কতখানি আদর্শবাদী হতে পারে—বা তার জীবনে সে আদর্শকে কতখানি অনুসরণ করে চলতে পারে?—এই জিজ্ঞাসার একটি উত্তর লেখক এই গল্পে খুঁজেছেন বলে আমাদের মনে হয়।

মৃত্যুঞ্জয় অফিসে যাওয়ার পথে অকস্মাৎ একদিন একটি মৃত্যু দেখল। অনাহারে একটি লোক মরে গেল, ফুটপাথের উপর-- তার চোখের সামনে। এতদিন খবরের কাগজে পড়েছে এমনটা ঘটে। কখনো সে-কারণে ওর ব্যক্তিগত জীবন বিঘ্নিত হয়নি। এই প্রথম মৃত্যুঞ্জয় জানল খেতে না-পেয়ে সত্যি পোকামাকড়ের মতো মানুষও মরে। ও অভুক্ত মানুষটিকে মরে যেতে দেখল এবং এই ছবিটা তাকেদিনে-রাত্রে, কাজের মধ্যে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল। একটা মানুষ খেতে না-পেয়ে মরে গেল আর সে ভাজা, ডাল, তরকারি, মাছ, দই—এ-সব রোজ খায়। ঐ লোকটির না-খাওয়ার কারণ না-পাওয়া। সে নিজে এত পায়—তার বা তার মতো লোকের এত আছে (Have-s) অথচ ঐ মরে-যাওয়া লোকটি খেতে পায়নি কতদিন! আসলে মন্বন্তরের সময় কলকাতা শহরে এমন প্রায়শই ঘটত। ফুটপাথে অনাহারে-মৃত্যু তখন রোজকার ঘটনা—অত্যন্ত স্বাভাবিক

* সেন সহযোগী অধ্যাপক জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ